সপ্তদশ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুর নগর ভ্রমণ, মহাপ্রভুর প্রতি পাষণ্ডিগণের বিবিধ উক্তি ও মহাপ্রভুর প্রত্যুত্তর; পাষণ্ডী-সম্ভাষজনিত দুঃখ-বিনাশার্থ সংকীর্তন আরম্ভ, কীর্তনে প্রভুর প্রেমের অভাব ও তৎকারণ জিজ্ঞাসা; শ্রীমদদ্বৈতাচার্যের উক্তি ও নৃত্য; কীর্তনে প্রেমের অভাব-বশতঃ অদ্বৈতের প্রতি প্রভুর প্রণয়-কোপ এবং গঙ্গায় ঝম্পপ্রদান, নিত্যানন্দ-হরিদাস কর্তৃক উত্তোলন, প্রভুকে সংগোপনার্থ নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রতি প্রভুর আদেশ, প্রভুর নন্দনাচার্য-গৃহে গমন, নন্দনাচার্যের প্রভু-সেবা, মহাপ্রভুর গুপ্তভাবে নন্দন-গৃহে অবস্থান, প্রভুর অদর্শনে অদ্বৈতের দুঃখ ও উপবাস, মহাপ্রভুর নন্দনাচার্য-দ্বারা শ্রীবাসকে আহ্বান ও তৎসমীপে অদ্বৈত-সংবাদ গ্রহণ, প্রভুর আচার্য-সমীপে গমন ও অদ্বৈতকে সান্ত্বনা, অদ্বৈতের গৌর-দাস্য প্রার্থনা এবং কৃষ্ণ-দাস্যের মহত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপ-নগরে ভ্রমণ করিতেন, তখন সমস্ত লোক তাঁহাকে সাক্ষাৎ 'মদনরূপে' দর্শন করিত। ব্যবহারিক জগৎ তাঁহাকে দাম্ভিকের ন্যায় দেখিত এবং তাঁহার বিদ্যাবল-দর্শনে পাষণ্ডিগণও ভীত হইত। যাঁহারা বিদ্যাদানের অধ্যাপক বলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিতেন, তাদৃশ ভট্টাচার্যগণকে মহাপ্রভু তৃণতুল্যও জ্ঞান করিতেন না। শ্রীগৌরসুন্দর নগর-ভ্রমণকালে সেবকগণসহ গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেন।

পাষণ্ডিগণ প্রভুর বিদ্যাপ্রতিভায় পরাস্ত হইয়া গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তাহারা বিভাগীয় শাসনকর্তার নিকট মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল। মহাপ্রভুর নগর-ভ্রমণ-কালে পাষণ্ডিগণ প্রকারান্তরে শাসনকর্তৃপক্ষের আগমনের কথা মহাপ্রভুর নিকট জ্ঞাপন করিলে প্রভু প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, তিনি অল্পবয়সে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু বালক বলিয়া কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসাও করে না। সুতরাং তাঁহারও আত্মপ্রতিষ্ঠা-খ্যাপন-জন্য রাজ-দর্শনের বাঞ্ছা আছে। মহাপ্রভু স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভক্তগণের নিকট পাষণ্ডিসম্ভাষণ-জনিত দুঃখ-বার্তা জ্ঞাপনপূর্বক তদ্বিনাশার্থ সর্ব-গণ-সহিত সঙ্কীর্তন-নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং কীর্তন করিতে করিতে কীর্তনে প্রেমাভাবের কথা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিতে থাকিলে চৈতন্য-প্রেমোন্মত্ত অদ্বৈতাচার্য প্রভু মহাপ্রভুকে জানাইলেন যে, তিনি নিত্যানন্দকে প্রেমভাণ্ডারী করায় এবং অদ্বৈত-শ্রীবাসকে বঞ্চিত করিয়া তিলি-মালিকে পর্যন্ত প্রেম প্রদান করায় তাঁহার সকল প্রেম অদ্বৈতপ্রভু শোষণ করিয়াছেন। প্রেম-প্রলাপে অদ্বৈতাচার্য এতাদৃশী উক্তি করিতে করিতে কৌতুকে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অদ্বৈতের বাক্য-শ্রবণে গৌরসুন্দর প্রেমশূন্য দেহ-রক্ষার নিষ্ফলতা জানাইয়া তাহা পরিত্যাগ করিবার বাসনায় গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলে নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাঁহাকে গঙ্গা হইতে উত্তোলন করিলেন। মহাপ্রভু সঙ্গোপনে থাকিবার অভিলাষপূর্বক নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে এই সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া নন্দনাচার্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস মহাপ্রভুর আদেশানুসারে এই সংবাদ কাহারও নিকট জানাইলেন না।

ভক্তগণ প্রভুর কোন উদ্দেশ না পাইয়া বিরহ-দুঃখে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত প্রভুও মহাপ্রভুর বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া উপবাসী থাকিলেন। মহাপ্রভু নন্দনাচার্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিলে

নন্দনাচার্য মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক অত্যন্ত প্রীতির সহিত প্রভুর বিবিধ সেবা-কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। মহাপ্রভু নিজেকে সঙ্গোপন করিবার জন্য নন্দনাচার্যকে আদেশ করিলে, নন্দনাচার্য জানাইলেন যে, তিনি সর্ব-জীবান্তর্যামী-সূত্রে জীবহৃদয়ে এবং ক্ষীরোদশায়িরূপে ক্ষীর-সমুদ্রে লুক্কায়িত থাকিলেও ভক্তগণ তাঁহাকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে জগতের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তিনি এক্ষণে কিরূপে তাঁহাকে গোপন করিবেন? নন্দন এইরূপে মহাপ্রভুর স্বরূপতত্ত্বের কথা কীর্তন করিলেন। মহাপ্রভু নন্দনের বাক্যে প্রীত হইয়া সেই রাত্রি নন্দন-গৃহে কৃষ্ণ-কথা-রসে অতিবাহিত করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের ইচ্ছা হওয়ায় একাকী শ্রীবাস পণ্ডিতকে আনয়নার্থ নন্দনাচার্যকে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশে নন্দনাচার্য শ্রীবাস পণ্ডিতকে লইয়া নিজ গৃহে উপস্থিত হইলে শ্রীবাস মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া প্রেমে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু শ্রীবাসকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার নিকট অদ্বৈতের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস মহাপ্রভু-সমীপে অদ্বৈতের বিরহ-কাতরতা এবং উপবাসের কথা জ্ঞাপনপূর্বক তাঁহাকে ও অন্যান্য বিরহব্যাকুল ভক্তগণকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীবাসের বাক্য-শ্রবণে কৃপাময় গৌরসুন্দর অদ্বৈতাচার্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছাগত দর্শনপূর্বক আপনাকে মহা-অপরাধী জ্ঞানে অদ্বৈতকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন। আচার্য্য দৈন্যের সহিত গৌরসুন্দরের নিকট নিজ কুমতি, অহঙ্কার ও ক্রোধের কথা জানাইয়া দাস্যভাবে তদীয় শ্রীচরণে স্থান-লাভের প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু প্রাকৃত দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রভু-সমীপে ভৃত্যের অপরাধ, প্রভুর তদ্দোষ মার্জনা প্রভৃতি জানাইয়া অপরাধ-জন্য কৃষ্ণের নিকট দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই জন্মে জন্মে কৃষ্ণদাসত্ব লাভ হয়, ইহা বর্ণন করিলেন। প্রভুর আশ্বাস-বাণী শ্রবণে অদ্বৈত আচার্য-সহ ভক্তবৃন্দের পরমানন্দ লাভ হইল।

অতঃপর গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস্যের গুরুত্ব কীর্তন করিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ সর্বসেব্যকলেবর।।১।।

মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড।।২।।

মহাপ্রভুর নবদ্বীপনগরে গূঢ়ভাবে সংকীর্তন-লীলা—

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
গূঢ়রূপে সংকীর্তন করে নিরন্তর।।৩।।

প্রভুর নগরভ্রমণকালে ব্যবহারিক জনগণের গৌর-প্রতীতি—

যখন করয়ে প্রভু নগর ভ্রমণ।
সর্বলোক দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন।।৪।।

প্রভুর নিজবিদ্যা-প্রতিভাবলে বিদ্যাভিমানি জনগণের দর্পচূর্ণ—

ব্যবহার দেখি প্রভু যেন দম্ভময়।
বিদ্যা-বল দেখি' পাষণ্ডীও পায় ভয়।।৫।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

গূঢ়রূপে----গুপ্তভাবে, আপনাকে না জানাইয়া।।৩।।

যাহারা ভগবত্তত্ত্বের সহিত মায়িক-বস্তুর সমজ্ঞান করে----আকরের সহিত তদন্তর্গত বা তন্নিঃসৃত বস্তুর সাম্য প্রয়াস করে, তাহাদিগকে লোকে অনভিজ্ঞ বা 'পাষণ্ডী' বলে। জড়-বিচারে পারঙ্গত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ অহঙ্কার পোষণাভিপ্রায়ে অপরের উপর আধিপত্য করে, তাহাই 'দম্ভ'-নামে আখ্যাত। লৌকিক ব্যবহারের বৈষ্ণবগণের স্বাভাবিক দৈন্যের সুবিধা গ্রহণ করিয়া অহঙ্কারী দাম্ভীকসম্প্রদায় তাহাদিগের উপর নিজ-প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য আত্মশ্লাঘায় মত্ত হয়। এইরূপ অহঙ্কারপূর্ণ পণ্ডিতম্মন্য

ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য প্রতিও নাহিক তৃণ-জ্ঞান।।৬।।
নগর ভ্রমণ করে প্রভু নিজ রঙ্গে।
গূঢ়রূপে থাকয়ে সেবক-সব-সঙ্গে।।৭।।

পাষণ্ডিগণের সহিত প্রভুর উক্তি-প্রত্যুক্তি—

পাষণ্ডী সকল বলে,—"নিমাঞি-পণ্ডিত।
তোমারে রাজার আজ্ঞা আইসে ত্বরিত।।৮।।
লুকাইয়া নিশাভাগে করহ কীর্তন।
দেখিতে না পায় লোক শাপে' অনুক্ষণ।।৯।।
মিথ্যা নহে লোকবাক্য সংপ্রতি ফলিল।
সুহৃজ্-জ্ঞানে সেই কথা তোমারে কহিল।।"১০।।
প্রভু বলে,—"অস্তু অস্তু এ সব বচন।
মোর ইচ্ছা আছে, করোঁ রাজ দরশন।।১১।।
পড়িলুঁ সকল-শাস্ত্র অলপ বয়সে।
শিশু-জ্ঞান করি' মোরে কেহ না জিজ্ঞাসে।।১২।।
মোরে খোঁজে, হেন জন কোথাও না পাঙ।
যেবা জন মোরে খোঁজে, মুঞি তাহা চাঙ।।"১৩।।
পাষণ্ডী বলয়ে,—"রাজা চাহিব কীর্তন।
না করে পাণ্ডিত্য-চর্চা, রাজা সে যবন।।"১৪।।
তৃণ-জ্ঞান পাষণ্ডীরে ঠাকুর না করে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন মন্দিরে।।১৫।।

মহাপ্রভুর পাষণ্ডি-সম্ভাষ-হেতু দুঃখ ও তদপনোদনার্থ কীর্তনারম্ভ—

প্রভু বলে,—"হৈল আজি পাষণ্ডী-সম্ভাষ।
সংকীর্তন কর সবে, দুঃখ যাউ নাশ।।"১৬।।
নৃত্য করে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
চতুর্দিকে বেড়ি' গায় সব-অনুচর।।১৭।।

প্রভুর কীর্তনে প্রেমাভাব ও তৎকারণ বর্ণন—

রহিয়া রহিয়া বলে—"আরে ভাই সব।
আজি কেনে-নহে মোর প্রেম-অনুভব।।১৮।।

গণের উপর স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভা প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বিষ্ণু-বিদ্বেষী পাষণ্ডগণের ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাহারা নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের অকর্মণ্যতা উপলব্ধি করিয়া মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্যবলের নিকট পরাভূত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে দাম্ভিক বিজেতা বলিয়া আধ্যক্ষিক পণ্ডিতগণ আপনাদের দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।।৫।।

ব্যাকরণ নামক বেদাঙ্গ বেদপুরুষের মুখ বলিয়া কথিত হয়। সকল বিদ্যার পরিচয়েই শব্দ-সিদ্ধির জন্য ব্যাকরণের আকরত্ব সিদ্ধ হয়। যাঁহারা বিদ্যাদানের অধ্যাপক বলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বহুমানন না করিয়া স্বীয় বিদ্যা-প্রতিভা প্রকাশপূর্বক তাঁহাদের অগ্রাহ্য করিতেন।।৬।।

পণ্ডিত সকল প্রভুর বিদ্যাপ্রতিভায় পরাজিত হইয়া গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া বিভাগীয় শাসনকর্তৃপক্ষকে নানাপ্রকার অভিযোগ জানাইয়াছিল। শীঘ্রই অনুসন্ধানমুখে অভিযোগের প্রতিকার হইবে জানাইয়া পাষণ্ডিগণ মহাপ্রভুর কীর্তন-প্রচারে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বিরোধিগণ প্রভুকে কপটতা করিয়া বলিত,—"দিবসে তুমি লোকসমক্ষে হরিকীর্তনে যোগ্যতা লাভ কর নাই। নৈশতিমিরের অভ্যন্তরে লোকের অজ্ঞাতসারে তুমি চীৎকার করিয়া কীর্তন কর, তাহাতে লোকের বিরক্তিভাজন হইয়া অভিশপ্ত হও। আমরা তোমাকে বন্ধুভাবে এখনও সাবধান হইতে বলিতেছি। শীঘ্রই তোমার দণ্ডবিধানের জন্য শাসন কর্তৃপক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইবেন।" মহাপ্রভু তদুত্তরে তাহাদিগকে বলিলেন,—"বহির্মুখ লোকসকল আমার বিরোধী, এ-কথা সত্য। আমিও রাজার দর্শন লাভ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার অভিলাষ, পোষণ করি। আমি অল্পবয়সেই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, আমার বয়সের অল্পতানিবন্ধন কেহ আমার অনুসন্ধান করে না। যদি রাজা অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে আমি আমার বিদ্যাচর্চার কথা তাঁহাকে জানাইতে পারি।।"৮-১৩।।

অস্তু অস্তু—হউক, হউক।

বিরোধিগণ বিদ্রূপ করিয়া তদুত্তরে মহাপ্রভুকে বলিল,—"রাজা বিধর্মী যবন, সুতরাং ধর্মশাস্ত্রের আরাধনা করেন না। তিনি তোমার কীর্তন শুনিবেন।।"১৪।।

নগরে হইল কিবা পাষণ্ডি-সম্ভাষ।
এই বা কারণে নহে প্রেম-পরকাশ।।১৯।।
তোমা' সবা-স্থানে বা হইল অপমান।
অপরাধ ক্ষমিয়া রাখহ মোর প্রাণ।।"২০।।

প্রেমমত্ত অদ্বৈতাচার্যের উক্তি এবং নৃত্য—

মহাপাত্র অদ্বৈত ভ্রূকুটি করি' নাচে।
"কেমতে হইব প্রেম, 'নাড়া' শুষিয়াছে?২১।।
মুঞি নাহি পাঙ প্রেম, না পায় শ্রীবাস।
তিলি-মালি-সনে কর প্রেমের বিলাস।।২২।।
অবধূত তোমার প্রেমের হৈল দাস।
আমি সে বাহির, আর পণ্ডিত শ্রীবাস।।২৩।।
আমি সব নহিলাঙ প্রেম-অধিকারী।
অবধূত আসি' হইলা প্রেমের ভাণ্ডারী।।২৪।।
যদি মোরে প্রেম—যোগ না দেহ' গোসাঞি।
শুষিব সকল প্রেম, মোর দোষ নাই।।২৫।।
চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য গোসাঞি।
কি বলয়ে, কি করয়ে, কিছু স্মৃতি নাই।।২৬।।
সর্ব-মতে কৃষ্ণভক্ত-মহিমা বাড়ায়।
ভক্তগণে যথা বেচে, তথাই বিকায়।।২৭।।
যে ভক্তি প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে।
সে যে বাক্যে বলিবেক, কি বিচিত্র তারে।।২৮।।
নানারূপে ভক্ত বাড়ায়েন গৌরচন্দ্র।
কে বুঝিতে পারে তান অনুগ্রহ-দণ্ড।।২৯।।
ঠাকুর বিষাদে' না পাইয়া প্রেম-সুখ।
হাতে তালি দিয়া নাচে অদ্বৈত কৌতুক।।৩০।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গঙ্গায় ঝম্পপ্রদান ও নিত্যানন্দ-হরিদাস-কর্তৃক রক্ষা—

অদ্বৈতের বাক্য শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
আর কিছু না করিলা তা'র প্রত্যুত্তর।।৩১।।
সেই মত রড় দিলা ঘুচাইয়া দ্বার।
পাছে ধায় নিত্যানন্দ হরিদাস তাঁর।।৩২।।
প্রেমশূন্য শরীর থুইয়া কিবা কাজ।
চিন্তিয়া পড়িলা প্রভু জাহ্নবীর মাঝ।।৩৩।।
ঝাঁপ দিয়া ঠাকুর পড়িলা গঙ্গা-মাঝে।
নিত্যানন্দ হরিদাস ঝাঁপ দিলা পাছে।।৩৪।।
আথেব্যথে নিত্যানন্দ ধরিলেন কেশে।
চরণ চাপিয়া ধরে প্রভু হরিদাসে।।৩৫।।

নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভুর উক্তি-প্রত্যুক্তি—

দুইজনে ধরিয়া তুলিলা লঞা তীরে।
প্রভু বলে,—"তোমরা বা ধরিলে কিসেরে?৩৬।।
কি কার্যে রাখিব প্রেমরহিত জীবন।
কীসেরে বা তোমরা ধরিলে দুইজন?"৩৭।।

পাষণ্ডি,----যেঽন্যং দেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ। নারায়ণাজ্জগন্নাথাত্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা।। কপালভস্মাস্থিধরা যে হ্যবৈদিকলিঙ্গিনঃ। ঋতে বনস্থাশ্রমাচ্চ জটাবল্কলধারিণঃ। অবৈদিকক্রিয়োপেতাস্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা।। শঙ্খচক্রোর্ধ্ব পুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ। রহিতা যে দ্বিজা দেবি তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ। শ্রুতিস্মৃত্যুদিতাচারং যস্তু নাচরতি দ্বিজঃ। সমস্তযজ্ঞভোক্তারং বিষ্ণুং ব্রহ্মণ্যদৈবতং।। উদ্দেশ্য দেবতা এবং জুহোতি চ দদাতি চ। সপাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রশ্চাপি কর্মসু। যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মারুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা।। অবস্থাত্রিতয়ে যস্তু মনোবাক্কায়কর্মভিঃ। বাসুদেবং ন জানাতি স পাষণ্ডী ভবেদ্দ্বিজঃ। অবৈষ্ণবস্তু যো বিপ্রং স পাষণ্ডী প্রকীর্তিতঃ।। পাদ্মোত্তর (৯২-৯৩ অঃ); যো বেদসম্মতং কার্যং তাক্ত্বান্যৎ কর্ম কুর্বতে। নিজাচারবিহীনা যে পাষণ্ডাস্তে প্রকীর্তিতাঃ।। (পাদ্ম-ক্রিয়াযোগ ১০ম অঃ); "ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ। পাষণ্ডিনস্তে ভবন্ত সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ।।" (----ভাঃ ৪।২।২৮)।।১৯।।

তিলি, মালাকার প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির সহিত ভগবানের প্রেমবিলাস-কথায় তুমি মত্ত থাক এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনার পরিবর্তে নিম্ন জাতির সঙ্গ কর। আমি (অদ্বৈত) ও শ্রীবাস----আমরা কেহই তোমার প্রেম পাইতেছি না। অবধূত নিত্যানন্দ তোমার একমাত্র প্রেমভাজন হইয়াছেন; আমাকে প্রেম না দিলে আমি তোমার সকল প্রেম শোষণ করিব।।২২-২৫।।

দুইজনে মহা কম্প–' আজি কিবা ফলে'!
নিত্যানন্দ দিগ্ চাহি' গৌরচন্দ্র বলে।।৩৮।।
" তুমি কেনে ধরিলা আমার কেশভারে?"
নিত্যানন্দ বলে,—" কেনে যাহ মরিবারে।।"৩৯।।
প্রভু বলে,—" জানি তুমি পরম বিহ্বল।
নিত্যানন্দ বলে,—" প্রভু, ক্ষমহ সকল।।৪০।।
যারে শাস্তি করিবারে পার সর্বমতে।
তা'র লাগি' চল নিজ শরীর ছাড়িতে।।৪১।।
অভিমানে সেবকেরা বলিল বচন।
প্রভু তাহে লইবে কি ভৃত্যের জীবন?"৪২।।
প্রেমময় নিত্যানন্দ বহে প্রেমজল।
যার প্রাণ, ধন, বন্ধু,–চৈতন্য সকল।।৪৩।।

মহাপ্রভুকে সঙ্গোপনার্থ নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি গৌরসুন্দরের আদেশ এবং নন্দনাচার্যের গৃহে আত্মগোপন—

প্রভু বলে—" শুন নিত্যানন্দ, হরিদাস।
কারো স্থানে কর পাছে আমার প্রকাশ।।৪৪।।
'আমা' না দেখিলা' বলি' বলিবা বচন।
আমার আজ্ঞায় এই কহিবা কথন।।৪৫।।
মুঞি আজি সঙ্গোপে থাকিব এই ঠাঞি।
কারো পাছে কহ যদি, মোর দোষ নাই।।"৪৬।।
এই বলি' প্রভু নন্দনের ঘরে যায়।
এই দুই সঙ্গোপ কৈল প্রভুর আজ্ঞায়।।৪৭।।

ভক্তগণের প্রভু-অদর্শনে দুঃখ—

ভক্ত সব না পাইয়া প্রভুর উদ্দেশ।
দুঃখময় হৈল সবে শ্রীকৃষ্ণ-আবেশ।।৪৮।।
পরম বিরহে সবে করেন ক্রন্দন।
কেহ কিছু না বলয়ে, পোড়ে সর্ব-মন।।৪৯।।

অদ্বৈতাচার্যের আপনাকে অপরাধী জ্ঞান এবং উপবাস—

সবার উপর যেন হৈল বজ্রপাত।
মহা-অপরাধ হৈলা শান্তিপুর-নাথ।।৫০।।
অপরাধ হৈয়া প্রভু প্রভুর বিরহে।
উপবাস করি' গিয়া থাকিলেন গৃহে।।৫১।।

ভক্তগণের গৌরপাদপদ্ম-ধ্যান-সহকারে গৃহে গমন—

সবেই চলিলা ঘরে শোকাকুলি হৈয়া।
গৌরাঙ্গ-চরণ-ধন হৃদয়ে বান্ধিয়া।।৫২।।

মহাপ্রভুর নন্দন-গৃহে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন ও নন্দনাচার্যের বিবিধ সেবা—

ঠাকুর আইলা নন্দন-আচার্যের ঘরে।
বসিলা আসিয়া বিষ্ণুখট্টার উপরে।।৫৩।।
নন্দন দেখিয়া গৃহে পরম মঙ্গল।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা ভূমিতল।।৫৪।।
সত্বরে দিলেন আনি' নূতন বসন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন।।৫৫।।
প্রসাদ চন্দন-মালা, দিব্য অর্ঘ্য গন্ধ।
চন্দনে ভুষিত কৈল প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।।৫৬।।
কর্পূর-তাম্বুল আনি' দিলেন শ্রীমুখে।
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায় নিজ সুখে।।৫৭।।
পাসরিলা দুঃখ প্রভু নন্দন—সেবায়।
সুকৃতি নন্দন বসি' তাম্বুল যোগায়।।৫৮।।

মহাপ্রভুকে সঙ্গোপনার্থ নন্দনের প্রতি প্রভুর আদেশ এবং নন্দনের উত্তরমুখে প্রভুতত্ত্ব জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—" মোর বাক্য শুনহ নন্দন।
আজি তুমি আমারে করিবে সঙ্গোপন।।"৫৯।।
নন্দন বলয়ে,—" প্রভু, এ বড় দুষ্কর।
কোথা লুকাইবা তুমি সংসার ভিতর?৬০।।

তথ্য। চৈঃ চঃ আঃ ৩য় অধ্যায় ৯৭-১০৯ পয়ার আলোচ্য।।২৭।।

রড় দিল----দৌড়াইল, ধাবিত হইল।।৩২।।

তথ্য। ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্। বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা বিভর্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা (----চৈঃ চঃ ম ২।৪৫)।।৩৭।।

তিতা----সিক্ত, ভিজা।।৫৫।।

হৃদয়ে থাকিয়া না পারিলা লুকাইতে।
বিদিত করিল তোমা ভক্ত তথা হৈতে।।৬১।।
যে নারিলা লুকাইতে ক্ষীরসিন্ধু-মাঝে।
সে কেমনে লুকাইব বাহির-সমাজে?"৬২।।

নন্দনের বাক্যে প্রভুর আনন্দ ও কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে রাত্রিযাপন—

নন্দন-আচার্য-বাক্য শুনি' প্রভু হাসে।
বঞ্চিলেন নিশি প্রভু নন্দন-আবাসে।।৬৩।।
ভাগ্যবন্ত নন্দন অশেষ-কথা-রঙ্গে।
সর্ব-রাত্রি গোঙাইলা ঠাকুরের সঙ্গে।।৬৪।।
ক্ষণপ্রায় গেল নিশা কৃষ্ণ-কথা-রসে।
প্রভু দেখে—দিবস হইল পরকাশে।।৬৫।।

একাকী শ্রীবাসকে আনয়নার্থ প্রভুর নন্দনকে আদেশ ও নন্দনের শ্রীবাসকে লইয়া প্রত্যাগমন—

অদ্বৈতের প্রতি দণ্ড করিয়া ঠাকুর।
শেষে অনুগ্রহ মনে বাড়িল প্রচুর।।৬৬।।
আজ্ঞা কৈল প্রভু নন্দন-আচার্য চাহিয়া।
"একেশ্বর শ্রীবাস পণ্ডিতে আন গিয়া।।"৬৭।।
সত্বরে নন্দন গেলা শ্রীবাসের স্থানে।
আইলা শ্রীবাসে লঞা, প্রভু যেইখানে।।৬৮।।

প্রভুর দর্শনে শ্রীবাসের ক্রন্দন; প্রভুর সান্ত্বনা ও অদ্বৈতের সংবাদ জিজ্ঞাসা—

প্রভু দেখি' ঠাকুর পণ্ডিত কাঁদে প্রেমে।
প্রভু বলে,—'চিন্তা কিছু না করিহ মনে"৬৯।।
সদয় হইয়া তাঁরে জিজ্ঞাসে আপনে।
"আচার্যের বার্তা কহ আছেন কেমনে?"৭০।।

শ্রীবাস-কর্তৃক ভক্তগণের ও অদ্বৈতাচার্যের অবস্থা বর্ণনপূর্বক কৃপা-প্রার্থনা—

'আরো বার্তা লহ?'—বলে পণ্ডিত শ্রীবাস।
'আচার্যের কালি প্রভু হৈল উপবাস।।৭১।।
আছিবারে আছে প্রভু সবে দেহ-মাত্র।
দরশন দিয়া তারে করহ কৃতার্থ।।৭২।।
অন্য জন হইলে কি আমরাই সহি?
তোমার সে সবেই জীবন প্রভু বহি।।৭৩।।
তোমা বিনা কালি প্রভু সবার জীবন।
মহাশোচ্য বাসিলাম, আছে কি কারণ?৭৪।।
যেন দণ্ড করিলা বচন-অনুরূপ।
এখনে আসিয়া হও প্রসাদ-সংমুখ।।"৭৫।।

প্রভুর আচার্য-সমীপে গমন এবং আপনাকে 'অপরাধী' জ্ঞান-পূর্বক অদ্বৈতের প্রতি উক্তি—

শ্রীবাসের বচন শুনিয়া কৃপাময়।
চলিলা আচার্য প্রতি হইয়া সদয়।।৭৬।।
মূর্চ্ছাগত আসি' প্রভু দেখে আচার্যেরে।
মহা-অপরাধী যেন মানে আপনারে।।৭৭।।
প্রসাদে হইয়া মত্ত বুলে অহঙ্কারে।
পাইয়া প্রভুর দণ্ড কম্প দেহভারে।।৭৮।।
দেখিয়া সদয় প্রভু বলয়ে উত্তর।
"উঠহ আচার্য, হের,আমি বিশ্বম্ভর।।"৭৯।।
লজ্জায় অদ্বৈত কিছু না বলে বচন।
প্রেমযোগে মনে চিন্তে প্রভুর চরণ।।৮০।।

অদ্বৈতের মহাপ্রভুর প্রতি উক্তি—

আরবার বলে প্রভু,—" উঠহ আচার্য।
চিন্তা নাহি, উঠি' কর আপনার কার্য।।"৮১।।

শ্রীগৌরসুন্দর কারণ-গর্ভ-ক্ষীরোদশায়ী পুরুষাবতারত্রয়ের মূলপুরুষ বলদেবেরও আকর, স্বয়ংরূপ বস্তু। সাধারণতঃ ইহ-জগতে ব্যষ্টি-বিষ্ণুই প্রতি-ভূতহৃদয়ে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করেন। এরূপ প্রতীতি হইতে কেহ কেহ শ্রীগৌরসুন্দরকে ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুবিশেষ বিচার করিতেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ব্যষ্টি-বিষ্ণু জ্ঞান করায় তিনি আত্মগোপন করিতে সমর্থ হন নাই। পুরুষাবতারগণ কর্তৃক সৃষ্ট জগৎ, যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, উহাই প্রপঞ্চ। সুতরাং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে সেই ব্যষ্টি-বিষ্ণুর কি প্রকারে আত্মগোপন সম্ভব? নন্দনাচার্যের বাক্য হইতে এই কথা প্রকাশ পাইল।।৬২।।

আছিবারে আছে---থাকিবার বলিয়াই রহিয়াছে।।৭২।।

অদ্বৈত বলয়ে,—"প্রভু, করাইলা কার্য।
যত কিছু বল মোরে, সব প্রভু বাহ্য।।৮২।।
মোরে তুমি নিরন্তর লওয়াও কুমতি।
অহঙ্কার দিয়া মোরে করাও দুর্গতি।।৮৩।।
সবাকারে উত্তম দিয়াছ-দাস্য-ভাব।
আমারে দিয়াছ প্রভু যত কিছু রাগ।।৮৪।।
লওয়াও আপনে দণ্ড, করাহ আপনে।
মুখে এক বল তুমি, কর আর মনে।।৮৫।।
প্রাণ, ধন, দেহ, মন,—সব তুমি মোর।
তবে মোরে দুঃখ দাও, ঠাকুরালি তোর।।৮৬।।
হেন কর প্রভু মোরে দাস্যভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া।।"৮৭।।

প্রভুর তত্ত্ব-কথন-প্রসঙ্গে কৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্ব ও ভক্তবাৎসল্য-বর্ণন—

শুনিয়া অদ্বৈত-বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর।
অদ্বৈতেরে কহে সর্ব-বৈষ্ণব—গোচর।।৮৮।।
"শুন শুন আচার্য, তোমারে তত্ত্ব কই।
ব্যবহার-দৃষ্টান্ত দেখহ তুমি এই।।৮৯।।
রাজপাত্র রাজস্থানে চলয়ে যখন।
দ্বারি-প্রহরীরা সব করে নিবেদন।।৯০।।
মহাপাত্র যদি গোচরিয়া রাজস্থানে।
জীব্য লই' দিলে রহে গোষ্ঠির জীবনে।।৯১।।
যেই মহাপাত্র-স্থানে করে নিবেদন।
রাজ-আজ্ঞা হৈলে কাটে সেই সব জন।।৯২।।
সব রাজ্যভার দেই যে মহাপাত্রেরে।
অপরাধে সব্য-হাতে তারে শাস্তি করে।।৯৩।।
এই মতে কৃষ্ণ মহারাজ-রাজেশ্বর।
কর্তা-হর্তা ব্রহ্মা-শিব যাহার কিঙ্কর।।৯৪।।
সৃষ্টি আদি করিতেও দিয়াছেন শক্তি।
শাস্তি করিলেও না করে দ্বিরুক্তি।।৯৫।।
রমা-আদি, ভবাদিও কৃষ্ণদণ্ড পায়।
প্রভু সেবকের দোষ ক্ষময়ে সদায়।।৯৬।।

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু বলিলেন,—সকল ভক্তকে নিজ সেবক বলিয়া অভিমান করায় এবং আমাকে বহির্জগতে সম্মান দেওয়ায় যে-সকল অবৈধ-কার্যের জন্য আমার প্রতি দণ্ডবিধান, সে-সকলই আমার দুর্দৈবের জ্ঞাপন মাত্র। আমার সর্বস্ব লইয়াও আমাকে যে আপনার দুঃখ প্রদান, তাহা আপনার বৈভব-প্রসাদ মাত্র। তাহা না করিয়া আমাকে সর্বদা 'ভৃত্য'-বুদ্ধিতে দর্শন করুন, ইহাই প্রার্থনা। যেরূপ ঐশ্বর্যসম্পন্ন গৃহস্বামিগণের গৃহে দাসীপুত্রগণ অবস্থান করে, আমাকেও সর্বদা সেইরূপ সেবক জ্ঞান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।।৮৩-৮৭।।

জীব্য,—জীবনধারণোপযোগী বস্তু সমূহ। গোষ্ঠীর জীবন,—পাল্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাণধারণ।

রাজার প্রধান কর্মচারী যখন রাজসমীপে গমন করেন, তখন দ্বারি-প্রহরিগণ আপনাদের জীবিকার জন্য তৎসমীপে নিবেদন করে। উক্ত কর্মচারী রাজ-সমীপে দ্বারি-প্রহরী প্রভৃতির বিষয় জ্ঞাপনপূর্বক রাজার নিকট হইতে তাহাদের জীবিকাস্বরূপ বেতন গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিলে তদ্দ্বারা তাহারা সপরিবারে জীবন ধারণ করিয়া থাকে, এতদূর প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি রাজসমীপে কোন অপরাধ করিয়া বসেন, তবে রাজাদেশে ঐ দ্বারিপ্রহরিগণই তাঁহার প্রাণ সংহারে কুণ্ঠিত হয় না।।৯০-৯২।।

এক হস্তে যোগ্যতার পুরস্কার এবং অপর হস্তে অযোগ্যতার তিরস্কার—উভয় প্রকার ধর্ম একই ব্যক্তিতে অবস্থিত।।৯৩।।

তথ্য। "ব্রহ্মাদয়ো যৎকৃতসেতুপালা যৎ কারণং বিশ্বমিদঞ্চ মায়া। আজ্ঞাকারী যস্য পিশাচ-চর্যা অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্" (—ভাঃ ৩।১৪।২৯); "স্বামিত্বং তু হরেরেব মুখ্যমন্যত্র ভৃত্যতা" (—ভাঃ ৫।১০।১১; মধ্বভাষ্য) "অহং ভবো দক্ষ-ভৃগুপ্রধানাঃ প্রজেশভূতেশসুরেশমুখ্যাঃ। সর্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না মূর্ধ্ন্যার্পিতং লোকহিতং বহামঃ।।" (ভাঃ—৯।৪।৫৪) "স হি সর্বাধিপতিঃ সর্বপালঃ স ঈশঃ স বিষ্ণুঃ পতিঃ বিশ্বস্যাত্মেশ্বরঃ।।" (—ভাঃ ১।৩।৬) শ্লোকের মধ্বকৃত ভাগবত-তাৎপর্যধৃত শ্রুতিবচন); "একলা ঈশ্বর—কৃষ্ণ, আর সব—ভৃত্য" (—চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪২); "তদ্বশা ইতরে সর্বে শ্রীব্রহ্মেশপুরঃসরাঃ" (—ভাঃ ১১।২।৪৭, মধ্বভাষ্য); "স বা অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্বেষাং ভূতানাং রাজা" (—বৃহদারণ্যক ২।৫।১৫); "এষ

অপরাধ দেখি' কৃষ্ণ যার শাস্তি করে।
জন্মে জন্মে দাস সেই, বলিল তোমারে।।৯৭।।

অদ্বৈতকে স্নানভোজনার্থ প্রভুর আদেশ ও অদ্বৈতের উল্লাস-সহকারে উক্তি ও নৃত্য—

উঠিয়া করহ স্নান, কর আরাধন।
নাহিক তোমার চিন্তা, করহ ভোজন।।"৯৮।।
প্রভুর বচন শুনি' অদ্বৈত উল্লাস।
দাসের শুনিয়া দণ্ড হৈল বড় হাস।।৯৯।।
"এখনে সে বলি নাথ, তোর ঠাকুরালি।"
নাচেন অদ্বৈত রঙ্গে দিয়া করতালি।।১০০।।
প্রভুর আশ্বাস শুনি' আনন্দে বিহ্বল।
পাসরিল পূর্ব যত বিরহ-সকল।।১০১।।

বৈষ্ণবগণের আনন্দ ও হরিদাস-নিত্যানন্দের হাস্য—

সকল বৈষ্ণব হৈলা পরম আনন্দ।
তখনে হাসেন হরিদাস-নিত্যানন্দ।।১০২।।

দুর্ভাগা ব্যক্তির প্রভুর লীলায় অনধিকার—

এ সব পরমানন্দ-লীলা-কথা রসে।
কেহ কেহ বঞ্চিত হৈল দৈবদোষে।।১০৩।।

মায়াগ্রস্ত জীবের অদ্বৈত-সম্বন্ধে বিচার—

চৈতন্যের প্রেমপাত্র শ্রীঅদ্বৈত-রায়।
এ সম্পত্তি 'অল্প'-হেন বুঝয়ে মায়ায়।।১০৪।।

কৃষ্ণদাস্যের গুরুত্ব ও মহিমা এবং তৎসম্বন্ধে ভাষ্যকারগণের বিচার—

'অল্প' করি' না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্।।১০৫।।

সর্বেশ্বর এব সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্" (---মাণ্ডুক্য); "সর্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্মাহং বাসুদেবস্তদস্ম্যহং বাসুদেব" ইতি (---অমৃতবিন্দুপনিষৎ ৪।৭); "এষ ভূতাধিপতিরেষভূতপাল..........শাস্তাহচ্যুতো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ" (---মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ); "ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্য লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্। স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কাশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।।" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।৯)।।৯৪।।

তথ্য। "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।" (----ভাঃ ২।৬।৩২); "যস্য প্রসাদাদহমচ্যুতস্য ভূতঃ প্রজাসৃষ্টিকরোঽন্তকারী। ক্রোধাশ্চ রুদ্রঃ স্থিতিহেতুভূতো যস্মাচ্চ মধ্যে পুরুষঃ পরস্মাৎ।।" (----বিষ্ণুপুরাণ ৪।১।২৮) "স ব্রহ্মণা সৃজতি, স রুদ্রেণ বিলাপয়তি" (----মহোপনিষৎ); মৎস্যাদিরূপী পোষয়তি নৃসিংহো রুদ্রসংস্থিতঃ। বিলাপয়েদ্বিরিঞ্চিস্থ সৃজ্যতে বিষ্ণুরব্যয়ঃ (----বামনে)।।৯৫।।

মায়াগ্রস্থ জীব মহাপ্রভুর প্রেমভাজন অদ্বৈত-প্রভুকে 'অল্পধনে ধনী' জ্ঞান করে।।১০৪।।

মায়াবাদী অনভিজ্ঞ আধ্যক্ষিকগণ মনে করে যে, ইহজগতে 'প্রভু' হওয়াই লোভনীয়। কেন না, দাসজীবনে আজ্ঞাবাহী কুক্কুরের ন্যায় সর্বতোভাবে ক্লিষ্ট হইতে হয়। সুতরাং তারতম্য-বিচারে দাস্য অপেক্ষা প্রভুত্বেরই আদর করা যাইবে। যাহদের বৈকুণ্ঠ ও মায়িক জগতের তারতম্য-বিবেক নাই----বৈশিষ্ট্যের বিচার নাই, তাহারাই সুকৃতিবর্জিত ভাগ্যহীন। ভগবদ্ভক্তের সহিত ইতর দেবগণের সাম্যবুদ্ধি, গো-গর্দভ পাদ-তাড়িত লোষ্ট্রখণ্ডের সহিত অর্চ্য বিষ্ণুর সমবুদ্ধি, মহান্ত গুরুদেবে 'মরণশীল' বিচার, বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে 'শব্দসামান্য বোধ' বিষ্ণুভক্তে কুসাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা-বোধ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মবিচারে ইতর-সাম্যপ্রয়াস, বিষ্ণু-বৈষ্ণববের পদধৌত জলে 'ইতর-জল'বোধ, অবৈষ্ণবতার পরিমাণে বৈষ্ণবের শ্রেণীভেদ অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-বিচারে, বয়োবিচারে, সৌন্দর্য বিচারে, ধনবিচারে বিষ্ণুভক্তি অগ্রাহ্য করিয়া জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ প্রভৃতি মন্দভাগ্যজনগণকে প্রাপঞ্চিক অষ্টপাশে আবদ্ধ করে এবং ক্লেশষট্‌ক তাহাদিগকে জর্জরিত করে। ভোগ্যবস্তুর সহিত ভগবৎপ্রসাদের সাম্যবুদ্ধি জীবকে নরকে লইয়া যায়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ভগবদ্দাস্য ও মায়িক বস্তুর দাস্যের সহিত সমতা স্থাপন করে। তাদৃশ নির্বিশেষ বিচার ভগবদ্দাস্যের নিত্যত্ব, কেবল-চেতনময়তা ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়ত্বের উপলব্ধি না করায়, ভগবদ্দাস্যই যে আত্মার একমাত্র বৃত্তি, তাদৃশ চিদ্বিলাসরহিত ও অচিদ্বিলাস-প্রমত্ত হইয়া সেই হতভাগ্যগণ ভগবান্ ও ভক্তের বৈশিষ্ট্য-দর্শনে অসামর্থ্যহেতু নির্বিশেষ কল্পনা করে। ভাগ্যহীন কর্মিকুল প্রাপঞ্চিক বিচার দ্বারা মায়া কর্তৃক আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হয়। সুকৃতিসম্পন্ন জীবই ভজনশীল। সচ্চিদানন্দ-

আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ববন্ধ-নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস।।১০৬।।

এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্তসব লীলাতত্ত্ব কহি' কৃষ্ণ ভজে।।১০৭।।

বস্তুর সেবাই নিত্য জীবাত্মার----চিদ্‌বস্তুর----অংশ চিৎকণ জীবের নিত্যবৃত্তি, একথা বুঝিতে না পারিয়া দুষ্কৃতিগণ ত্রিবিধ অহঙ্কারচালিত হওয়ায় মানবজন্মের নিস্ফলতার আবাহন করে। প্রকৃতিজাত বস্তুগুলি প্রাকৃত-রাজ্যের উচ্চাবচ-ভাবে অবস্থিত। এক বস্তু 'প্রভু' হইয়া অপরকে 'দাস্যে' নিযুক্ত করিলে তাদৃশ ভেদ জীবকে কষ্ট দেয়। হে মূঢ়, বেদের বিভিন্ন বিবদমান শাখিগণ, তোমরা নিজ নিজ শাখায় অবস্থিত হইয়া নিজের গুণ বর্ণনা ও অপরের দোষ-বর্ণনমুখে যে অদ্বয়জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া বিষ্ণু হইতে পৃথক্ দেবসমূহ কল্পনা কর, বিষ্ণুদাস্যবর্জিত হইয়া বিষ্ণুকে প্রাকৃত-বস্তু-বিশেষ জ্ঞান কর, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য একায়ন-স্কন্ধের আশ্রয় গ্রহণ কর। একায়ন-স্কন্ধ বহুশাখী বৈদিকগণের মন্দভাগ্য অপসারিত করিয়াছেন। হে ক্ষীণপুণ্য জনগণ, তোমরা আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে ভগবানের দাস বিস্মৃত হইও না; বিষ্ণুদাস্যে লোভই তোমাদের মঙ্গল উৎপাদন করিবে। ভাগ্যহীন জনগণ গুণদোষ দর্শন করিয়া অপরাধী হন। ভগবৎকৃপাক্রমে ভগবদ্দাসগণের গুণদোষোদ্ভব গুণ বর্তমান না থাকায় তাঁহারা একায়ন-পদ্ধতিক্রমে ভগবানেরই ঐকান্তিকী সেবা করিয়া থাকেন। নিখিল সদ্‌গুণলিয় ভগবান্----বৈকুণ্ঠ বস্তু; সুতরাং আবরণের দ্বারা বা বিক্ষিপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠকে গুণ-দোষের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপারবিশেষ মনে করিও না। অনন্ত-কল্যাণ-গুণৈকবারিধি শ্যামসুন্দর----বিভু চিদানন্দঘন এবং ভক্তের আরাধ্য ও প্রিয়বস্তু। সেই প্রিয়তম বস্তুর প্রিয় হইবার চেষ্টাকেই 'দাস্য' বলা হয়। মাদকদ্রব্য-সেবী দম্ভভরে প্রাকৃত বস্তুর ভোক্তৃত্বাভিমানে যে অমঙ্গল বরণ করে, উহা ভজনীয়-বস্তুর দাস্যভাবের বিপরীত। এমন কি, অপ্যয়দীক্ষিত-গুরু শ্রীকণ্ঠ যে দাস্যমার্গের কথা বর্ণন করিয়া পুনরায় নির্বিশিষ্টভাবে পর্যবসিত করিয়াছেন, ঐরূপ হেয়তা বিষ্ণুভক্তে কখনই আরোপিত হইতে পারে না। বিষ্ণুর অভক্তসম্প্রদায়ে যে নির্বিশেষের অনুকরণে শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবিচার ও দাস্যভাবের কথা বর্ণিত আছে, উহা মন্দভাগ্যের পরিচয় মাত্র। ভগবান্ যাঁহাকে স্বীয় সেবাধিকার প্রদান করেন, তাঁহাকে আর কোনদিন নির্বিশিষ্ট-বিচারপরতা গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না।।১০৫।।

মানব আধ্যক্ষিক জ্ঞান হইতে মুক্ত না হইলে শব্দব্রহ্মের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি প্রকাশের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না এবং সেইকালে সেবা করিতে অসমর্থ হয়। বৈকুণ্ঠ-সেবক ভক্ত জড়-কাম ভোগের প্রভুতা হইতে বিরাম লাভ করিলেই মুক্ত হয়। মুক্ত হইবার পরে শান্তভক্তের দাস্য-লাভে ঐকান্তিক অনুরাগ দৃষ্ট হয়। জড় দাস্য হইতে অমুক্ত পুরুষ মুক্তগণের উপাসনার সেবাবৃত্তিকে জড় জগতের হেয়ত্বে আবদ্ধ করেন। তখন তিনি সর্বতোভাবে নশ্বর আশাপাশে আবদ্ধ হন। যিনি প্রাপঞ্চিক বিচারের সকল লোভনীয় পদবী হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত, সেই সুনির্মল আত্মার নিত্যা বৃত্তিই----ভগবৎসেবা। এতৎপ্রসঙ্গে কৃষ্ণকর্ণামৃতের ''ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা'' শ্লোক আলোচ্য।।১০৬।।

শুদ্ধদ্বৈত-বিচারাচার্য সর্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামিপাদ-বলেন,----''মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে''। নিত্যমুক্ত পুরুষগণ মায়াবাদাদি সমস্ত পার্থিব চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিত্যলীলাময় ভগবানকে নিত্যকাল ভজন করেন। কিন্তু পরবর্তিকালে শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতিগণ ও তাঁহাদের অনুচর অপ্যয়-দীক্ষিতাদি নির্বিশিষ্ট কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্করাদির বিচার গ্রহণ করিয়া নশ্বর ভক্তির পরিণাম নির্বিশেষ কল্পনা করেন। সেই নির্বিশেষ-কল্পনায় যাঁহারা সন্তুষ্ট না হইয়া ঐকান্তিক বিচারক্রমে কৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহারাই শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হইতে মুক্ত হন ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদের বিচার-প্রণালীর পরিণাম, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আংশিক ভাব হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণপুরুষ আধোক্ষজ কৃষ্ণের পঞ্চরসের সর্বশ্রেষ্ঠ মধুর রসের পারকীয় ভাবে ভজন করিয়া থাকেন। 'ভাষ্যকার' শব্দে বোধায়নের অনুগত বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারপর শ্রীভাষ্য-রচয়িতা শ্রীরামানুজ। তিনি তাঁহার বেদার্থ-সংগ্রহ-গ্রন্থে বৌধায়ান, টঙ্ক, দ্রাবিড়, বোপদেব, কপর্দ্দী ও ভারতী প্রভৃতির বিভিন্ন মতের বিচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সূত্রমধ্যেও আত্রেয়ী, আশ্মরথ্য, ঔড়লোমী, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনী ও বাদরী প্রভৃতির বিভিন্ন বিচার-প্রণালী পরমার্থের পরস্পর বিচারপার্থক্য প্রদর্শন করে। শঙ্কর ও তাঁহার অনুগত কেবলাদ্বৈতবিচারপর জনগণ নানা মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন। ভক্তিপথাশ্রিত চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চারি প্রকার ভাষ্য কেবল নির্বিশেষপরত্বের অনুমোদন করেন নাই। বৌদ্ধবিচারের

কৃষ্ণভক্তের স্বরূপ, কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য ও
ভক্ত-নিগ্রহানুগ্রহের অধিকার—

কৃষ্ণের সেবক-সব কৃষ্ণশক্তি ধরে।
অপরাধী হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে।।১০৮।।

বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা না বুঝিয়া পক্ষপাতিত্বহেতু
দুর্গতি লাভ—

হেন কৃষ্ণভক্ত—নামে কোন শিষ্যগণ।
অল্প—হেন জ্ঞানে দ্বন্দ্ব করে অনুক্ষণ।।১০৯।।
সে সব দুষ্কৃতি অতি জানিহ নিশ্চয়।
যা'তে সর্ব-বৈষ্ণবের পক্ষ নাহি লয়।।১১০।।

গৌরসুন্দরের সর্বপ্রভুত্ব জ্ঞানরহিত ব্যক্তির
শুদ্ধভক্তির অভাব—

সর্ব প্রভু—গৌরচন্দ্র, ইথে দ্বিধা যা'র।
তার ভক্তি শুদ্ধ নহে, সেই দুরাচার।।১১১।।

অহংগ্রহোপাসনা—

গর্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
কেহ বলে,—'' আমি 'রঘুনাথ' ভাব গিয়া।।১১২।।

গৌরসুন্দরের দাস্যের মহত্ত্ব—

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতে শক্তি যা'র।
চৈতন্যদাসত্ব বই বড় নাহি আর।।১১৩।।

আনুগত্যে লিঙ্গায়েৎ-সম্প্রদায়ের ভাষ্য ও তদনুবর্তী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ভাষ্যসমূহ ভজনের নিত্যত্ব অস্বীকার করায় তাঁহাদের বিচারে মুক্তাবস্থায় নির্বিশেষ জাড্যই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠ-ভাষ্যে যে দাস্যমার্গের কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহাও পরিণামে নির্বিশেষকেই উচ্চ পদবী প্রদান করিয়াছে। অমুক্ত পুরুষগণের ভগবানের লীলাবোধে অধিকার নাই, কেননা তাঁহারা প্রাকৃত আধ্যক্ষিক বিচার লইয়াই উন্মত্ত। যাঁহারা অদ্বৈত প্রভুকে নির্বিশেষ-বিচারপর বলিয়া জানেন, তাঁহারা ভক্তির কোন সন্ধান পান নাই। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু পূর্বপক্ষ-বিচারে কেবলাদ্বৈত-মতবাদের বিচার-বিভ্রান্তি প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বিষয়ে সংশয় স্থাপন ও পূর্বপক্ষ করিয়া সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি জগৎকে বিতরণ করিয়াছেন। মূঢ় ব্যক্তিগণ পঞ্চাঙ্গ ন্যায়ের আদি তিনটী অঙ্গে আবদ্ধ থাকিয়া যে সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি কল্পনা করেন, উহা আধ্যক্ষিক ভিত্তিতে অভ্যুন্নত। নিত্যভজনকারী ভাষ্যকারগণ এরূপ আধ্যক্ষিক বিচারে আবদ্ধ না থাকিয়া আধোক্ষজ-ধারা গ্রহণ-পূর্বক মুক্তগণের নিত্য বৈচিত্র্য বর্ণন করিয়াছেন। অমুক্ত আধ্যক্ষিকগণ সে বিচার করিতে পারে না।।১০৭।।

তথ্য। ''ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত গুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণ ভজে।'' (----চৈঃ চঃ ম ২৪শ); ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।। (----গীতা ১৮।৫৪)।।১০৭।।

যঁহারা কৃষ্ণেতর নশ্বর বস্তু-বৈচিত্র্য হইতে মুক্ত হইয়াছেন, কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণভজন হইতে কোন মূহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হন না। সর্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ নিজসেবককে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। কৃষ্ণ----নিগ্রহানুগ্রহের একমাত্র অধিনায়ক। তিনি অপরাধপ্রবণ আধ্যক্ষিক চিত্তকে শাসন দণ্ডের দ্বারা তিরস্কৃত করেন। ভগবানের অনুগ্রহ-দণ্ড লাভ করিয়া জীব অপরাধ-মুক্ত হন।।১০৮।।

যে-সকল অর্বাচীন ভক্তব্রুব তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ বিচার অবলম্বন করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদের আবাহন করেন, তাঁহাদের বৈষ্ণবাপরাধ হওয়ায় অত্যন্ত দুর্গতিলাভ ঘটে। বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে না পারিয়া কোন এক পক্ষ গ্রহণ পূর্বক আধ্যক্ষিক বিচার শ্রবণ করিলে বৈষ্ণবে প্রাকৃতত্ব-দর্শনই হইয়া যায়, বৈষ্ণব-দর্শন হয় না।।১০৯।।

বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকারগণের বিভিন্ন দৃষ্টিতে যে-সকল পরস্পর বিবাদ দৃষ্ট হয়, ঐ-সকল বিবাদের একমাত্র সুষ্ঠু মীমাংসক ----শ্রীগৌরসুন্দর। লৌকিক বিবাদ-সমূহেরও মীমাংসার গৌরসুন্দরই প্রভু। যিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে 'সকলের একমাত্র প্রভু' না জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের বিচার করেন, তাঁহাদের কদাচার কখনও শুদ্ধভক্তি-শব্দবাচ্য হয় না। অধুনাতন তের-প্রকার অপসম্প্রদায় অথবা তদধিক অবিবেচক-সম্প্রদায়গণ শ্রীচৈতন্যদেবের দোহাই দিয়া বা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যে-সকল মতবাদ প্রচার করেন, ঐগুলি দুরাচারের অন্তর্গত ও মনোধর্মজীবীর আদরণীয়। শ্রীগৌরসুন্দরে ঐকান্তিকী ভক্তি না থাকিলে জীবের শুদ্ধভক্তির অভাবে দুর্মতি ঘটে।।১১১।।

অনন্তব্রহ্মাণ্ডধর বলদেবেরও গৌরদাস্য—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে প্রভু বলরাম।
সেহ প্রভুদাস্য করে, কেবা হয় আন?।।১১৪।।

গ্রন্থকার-কর্তৃক শ্রীমন্নিত্যানন্দের জয়গান—

জয় জয় হলধর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যকীর্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।।১১৫।।

নিতাই-কৃপায় চৈতন্যরতি লভ্য—

তাঁহার প্রসাদে হয় চৈতন্যেতে রতি।
যত কিছু বলি, সব তাঁহার শকতি।।১১৬।।

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।।১১৭।।

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পহুঁ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।।১১৮।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ভক্তমহিমা-বর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।।

রামানন্দী জমায়েৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত কেবলাদ্বৈতবাদের ন্যূনাধিক প্রশস্তি আছে। শৈববিশিষ্টাদ্বৈতিগণও সেইপ্রকার আপনাদিগকে 'শিবোঽহং' বিচারে প্রতিষ্ঠিত করেন। জমায়েৎগণের মধ্যে আত্মবিচারে রঘুনাথ ভক্তি তাৎকালিক। শ্রীকণ্ঠের শিবভক্তিও তদ্রূপ। তজ্জন্যই অপ্যয়দীক্ষিতাদি কেবল 'শিবোঽহং' বিচারে আবদ্ধ না থাকিয়া ক্লীব-ব্রহ্মবাদের কথা বলিয়াছেন। এই সকল দুর্বুদ্ধি তাহাদের কুশিক্ষা-গ্রহণ হইতেই উদ্ভূত হয়। গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী জনগণ গুরুর কার্য করিতে গিয়া নির্বোধ ও শয়তানগুলিকে শিষ্যপর্যায়ে গ্রহণপূর্বক নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করেন। তাহাতে তেরপ্রকার উপসম্প্রদায় গৌরভক্তির ভান করিতে করিতে নিজ সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। তাহাদের শিষ্য-সম্প্রদায় মানব-জন্মের সার্থকতা পরিহার করিয়া পশুযোনির বুদ্ধিসমূহ সংগ্রহ করায় তাহাদের গুরুদিগকে রামচন্দ্র সাজাইয়াছে।।১১২।।

যিনি জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের একমাত্র অধিকারী সেই শ্রীচৈতন্যদেবের দাস্য ব্যতীত জীবাত্মার অন্য কোন পরমোপাদেয় অবস্থা নাই। অপর সকল অবস্থাই অনিত্য, অজ্ঞানপুষ্ট ও নিরানন্দে পর্যবসিত।।১১৩।।

যে বলদেব প্রভু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্বতোভাবে নিয়ামক, সেই নিয়ন্তৃ-বলদেব-প্রভুও কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তিকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করেন না।।১১৪।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।